অস্টিন ক্লেয়ন

কিপ গোয়িং

ভালো... এবং বাজে সময়টাতেও
সৃজশনশীল থাকার ১০টি উপায়

অনুবাদঃ মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

প্রথম প্রকাশ

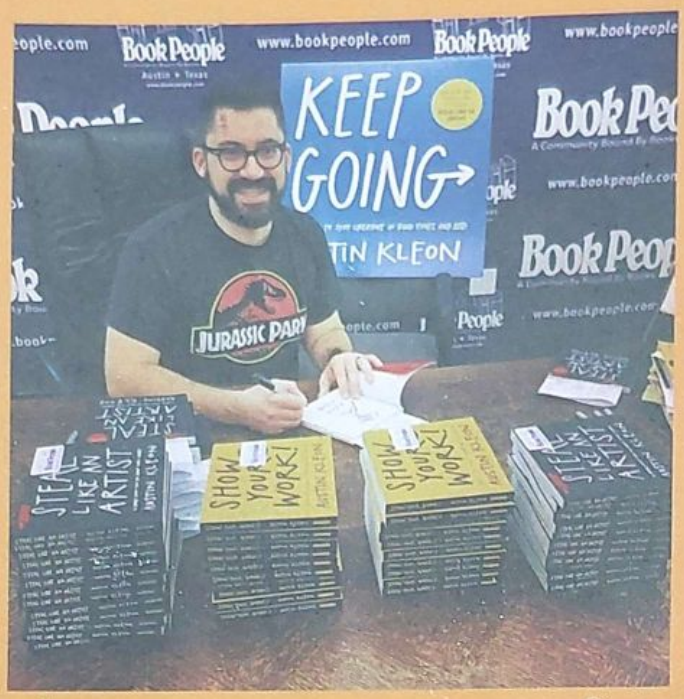

অস্টিন ক্লেওনের জন্ম ১৯৮৩ সালে আমেরিকার ওহিয়োতে।

তাঁর মতে তিনি বই আঁকেন। ছবি আঁকেন শব্দ দিয়ে; বই লিখেন ছবি দিয়ে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার এই লেখকের এখন পর্যন্ত বইয়ের সংখ্যা ৫টি। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইসমূহ : স্টিল লাইক অ্যান আর্টিস্ট, শো ইয়োর ওয়ার্ক, কিপ গোয়িং, নিউজপেপার ব্ল্যাকআউট।

স্টিল লাইক অ্যান আর্টিস্ট বাংলা ভাষায় অনূদিত তাঁর প্রথম বই।

অস্টিন ক্লেওন বর্তমানে নিজ পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন আমেরিকার টেক্সাসে।

অস্টিন ক্লেয়ন

কিপ গোয়িং

১০ ওয়েজ টু স্টে ক্রিয়েটিভ
ইন গুড টাইমস অ্যান্ড ব্যাড

অনুবাদ: মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

ওম প্রকাশ

কিপ গোয়িং

(ভালো... এবং বাজে সময়টাতেও
সৃজশনশীল থাকার ১০টি উপায়)

অস্টিন ক্লেয়ন

অনুবাদ
মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

ভূমিপ্রকাশ

এই বইটি লিখলাম, কারণ আমার এটা পড়ার দরকার ছিল

বেশ কয়েকটা বছর আগের কথা, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতাম, ফোনে দেখে নিতাম শিরোনামগুলো, মনে হতো যেন পৃথিবী রাতারাতি বোকা আর হিংস্র বনে গেছে। এদিকে এক দশকের বেশি সময় ধরে লিখছি আর শিল্প সৃজন করছি, কিন্তু কেন যেন কাজটাকে সহজ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। *দিনের সাথে পাল্লা দিয়ে সেটাই কি হবার কথা ছিল না?*

যখন নিজেকে বোঝালাম যে হয়তো *কখনই* সব সহজ হবে না, ঠিক তখন থেকেই আমার পরিস্থিতির উন্নতি হতে লাগল। পৃথিবীটা পাগলামিতে ভরা। সৃজনশীল কাজ নিঃসন্দেহে কঠিন। জীবন ক্ষুদ্র, কিন্তু শিল্প অনেক...অ-নে-ক দীর্ঘ!

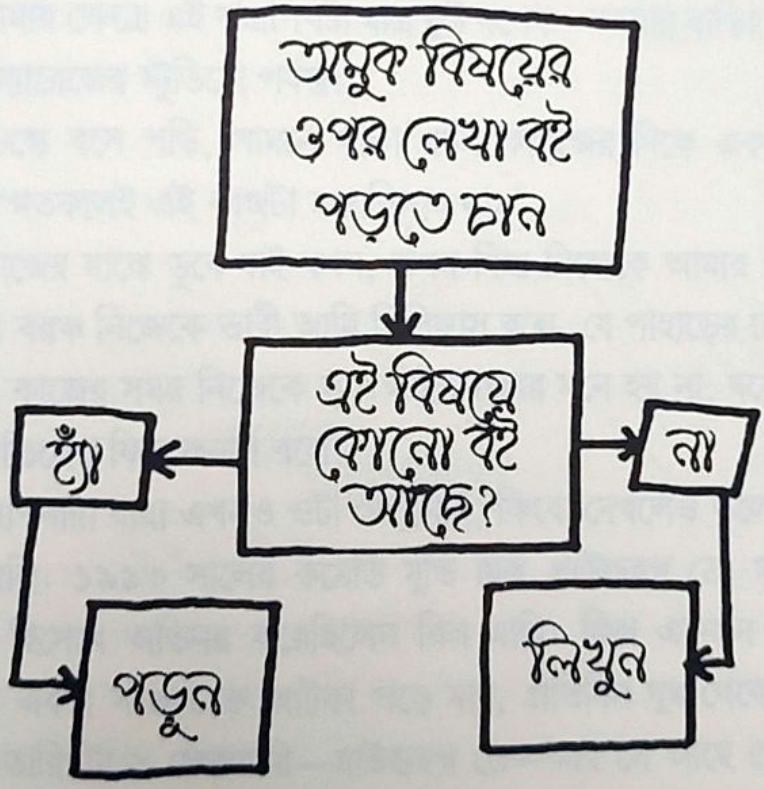

ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, নতুন করে শুরু করছেন...নাকি প্রচণ্ড সফল হয়েই গেছেন, তাতে কিছু যায়-আসে না; সেই একই প্রশ্ন থেকেই যায়: কীভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হয়?

এই বইতে দশটি এমন জিনিসের তালিকা আছে, যা আমার অনেক কাজে এসেছে। লিখেছি মূলত লেখক-লেখিকা এবং শিল্পীদের জন্য, তবে মনে হয় যাদের

ফলপ্রসূ এবং অর্থবহ জীবনযাপন করতে হয় তাদের সবার জন্যই কাজে লাগবে। এর মাঝে আছেন: উদ্যোক্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অবসরপ্রাপ্ত মানুষ এবং সংস্কারক। অনেকগুলো পয়েন্ট আছে, যা আমি অন্যদের থেকে চুরি করেছি। আশা করি আপনারাও চুরি করার মতো কিছু-না-কিছু পাবেন।

বলাই বাহুল্য, ধরাবাঁধা কোনো আইন নেই এইক্ষেত্রে। জীবন মানেই শিল্প, বিজ্ঞান না। তাই প্রত্যেকের যোগ্যতার মাত্রা ভিন্ন। যা আপনার দরকার তা নিয়ে নিন, বাকি সব ভুলে যান।

এগোতে থাকুন, নিজের খেয়াল রাখুন।

আমিও সেটাই করব।

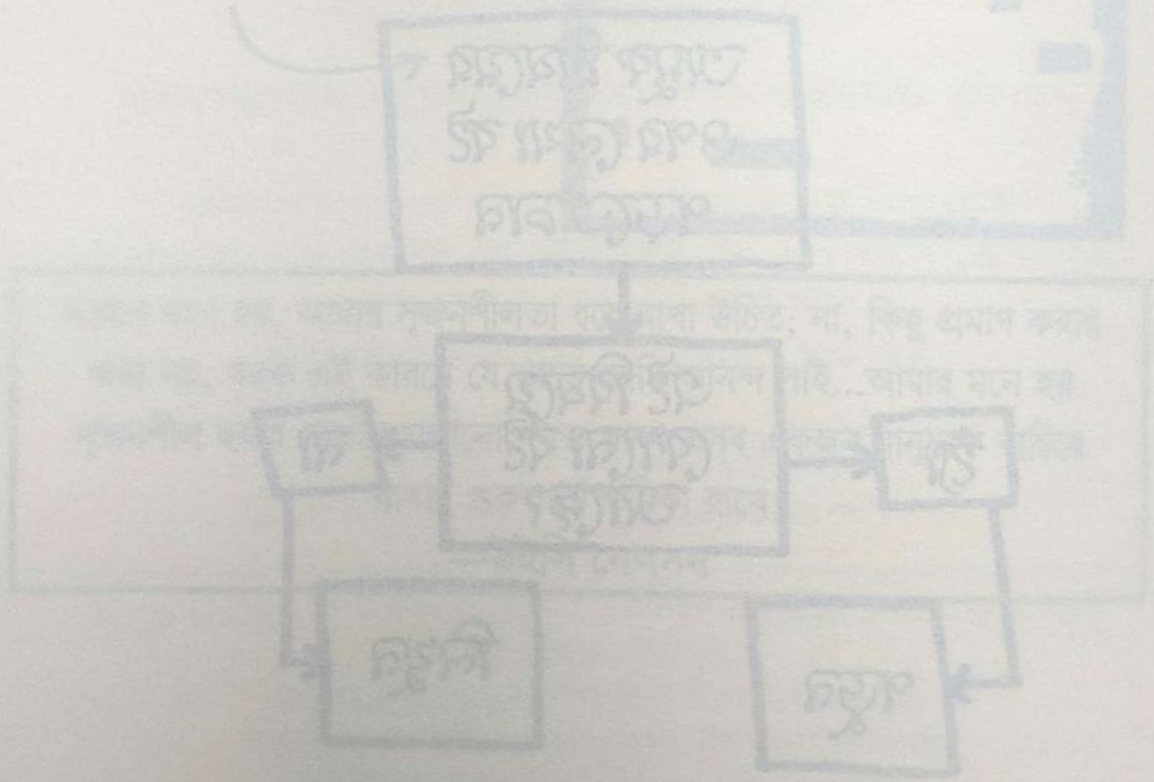

১. প্রত্যেকটি দিনই গ্রাউন্ড হগ ডে। তাই একদিন-একদিন করে এগোন।

'আমরা কেউই জানি না যে কী হতে যাচ্ছে। তাই সেটা নিয়ে ভেবে সময় খরচ করা অর্থহীন। আপনার সাধ্যানুসারে সবচাইতে সুন্দর বস্তুটি বানান। চেষ্টা করুন প্রত্যেকদিন তাই করতে। ব্যস, হয়ে গেল।'

—লরি অ্যান্ডারসন

যখন কেউ 'সৃজনশীলতার পথে যাত্রা'-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে শুরু করে, তখন আমি চোখ উলটে ফেলি।

আমার কাছে কথাটা একটু বেশিই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হয়, একটু বেশিই বীরোচিত।

আমার ক্ষেত্রে এই যাত্রাপথটা মাত্র ফুট দশেক—আমার বাড়ির পেছনের দরজা থেকে গ্যারেজের স্টুডিয়ো পর্যন্ত।

ডেস্কে বসে পড়ি, সামনে থাকা খালি কাগজের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবী, 'গতকালই এই কাজটা করেছিলাম না?'

কাজের মাঝে ডুবে যাই যখন, তখন কিন্তু নিজেকে আমার ওডিসিয়াস মনে হয় না। বরঞ্চ নিজেকে ভাবী আমি সিসিফাস বলে, যে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তুলছে পাথর। কাজের সময় নিজেকে লুক স্কাইওয়াকার মনে হয় না, মনে হয় *গ্রাউন্ডহগ* ডে চলচ্চিত্রের ফিল কনার্স বলে!

আপনারা যারা এখনও ওটা দেখেননি, কিংবা দেখলেও ভুলে গেছেন তাদের জন্য বলি: ১৯৯৩ সালের কমেডি মুভি ছিল *গ্রাউন্ডহগ* ডে। মূল চরিত্র, ফিল কনার্স হিসেবে অভিনয় করেছিলেন বিল মারি। ফিল একজন আবহাওয়াবিদ। বেচারা একটা সময়-চক্রে আটকা পড়ে যায়, প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করে: তারিখটা ২ ফেব্রুয়ারি—গ্রাউন্ডহগ ডে—আর সে আছে পেনসিলভেনিয়ার পানসুতওনি-তে। ওটা বিখ্যাত গ্রাউন্ডহগ, পানসুতওনি ফিলের শহর; সে আন্দাজ করতে পারে—শীত আরও হপ্তা ছয়েক স্থায়ী হবে কি না। আবহাওয়াবিদ ফিলের আবার শহরটাকে একদম সহ্য হয় না, ওর জন্য বনে যায় পারগেটরি। যতভাবে সম্ভব শহর থেকে বেরোবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় বেচারা। এমনকি ২ ফেব্রুয়ারি পার করে ৩ ফেব্রুয়ারিতেও যেতে পারে না! ফিলের জন্য তাই শীতকালটা যেন